শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাইস্কুল)

নিজে পড়ো(ষষ্ঠ শ্রেণি:বাংলা)

পাঠ্যের নাম: চিঠি।

রচয়িতা: জসীমউদ্দিন [বই থেকে কবি পরিচিতি পাঠ করবে।]

উৎস: 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থ।

মূলভাব: পাঠ্য কবিতায় বর্ষা প্রকৃতির অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন পাখির বার্তার অনুষঙ্গে। প্রকৃতির পটভূমিকায় পাখিরা যেন কবির কাছে তা প্রেরণ করেছে। প্রকৃতির পাঠশালার শিক্ষাই খোকা ভাইয়ের লিখনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যা ভরে তুলেছে কবির নির্জন প্রহর।

শব্দছক:

শব্দ	অর্থ	পদ	ব্যাকরণগত পরিচয়
মোড়ল	গ্রামের প্রধান ব্যক্তি	বি	গ্রামণী/গ্রাম প্রধান(সমা)
নকশা	চিত্র	বি	ছবি(সমা)
উদাস	আনমনা	বি	উদাসী(বিণ)
নিরালা	নির্জন	বিণ	জনপূর্ণ(বিপ)
গাঙ	নদী	বি	আদি অর্থে গঙ্গা নদী, প্রচলিত অর্থে যেকোনো নদী

নমুনা প্রশ্ন:

১. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন: (২০শব্দ)

১.১ 'চিঠি' কবিতায় কোন কোন পাখির উল্লেখ পাওয়া যায়?

উ: পল্লীকবি জসীমউদ্দিন রচিত 'চিঠি' কবিতায় লাল মোরগ, চখাচখি, গাঙশালিখ, বাবুই পাখি, কোড়াকুড়ি পাখির উল্লেখ আছে।

১.২ 'চিঠি' কবিতায় লাল মোরগের চিঠিটি কেমন?

উ: 'চিঠি' কবিতায় লাল মোরগের চিঠিতে ভোরজাগানোর সুর এবং শিশু ঊষার উজ্জ্বল রঙিন রূপ প্রকাশিত।

১.৩ কোড়াকুড়ির চিঠিতে কী সংবাদ পান কবি?

উ: কোড়াকুড়ির পাঠানো চিঠিতে বর্ষার ফসলের ক্ষেতে পাতার নাচনের কথা আছে। আকাশ জুড়ে মেঘের গর্জন ও উদাসী বাতাসের বয়ে যাওয়ার শব্দের উল্লেখ আছে।

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: (৬০শব্দ)

২.১ "ইহার সাথে পেলুম আজি খোকা ভাই-এর একটি চিঠি"-- ইহার সাথে বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?খোকা ভাই-এর চিঠিটি কেমন বার্তা বহন করেছে?

উ: পল্লীকবি জসীমউদ্দিনের 'চিঠি' কবিতায় (মূলগ্রন্থ: রাখালী) ইহার সাথে বলতে বর্ষার অপরূপ বর্ণনা যা বিভিন্ন পাখির চিঠির মাধ্যমে কবির কাছে এসেছে তার বিষয়ে বলা হয়েছে।

'চিঠি' কবিতাটি বর্ষা ঋতুর প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। কিন্তু খোকা ভাই-এর চিঠি কবির কাছে শীতের ভোরের নরম সূর্যালোকের মতোই প্রাণের আরাম এনে দেয়। কবির মনে হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা নীল আকাশে মেঘেদের পাড়ায় যে কবিতার পাঠ দেয় তারই আখর খোকা ভাই-এর চিঠিতে প্রকাশিত। এই চিঠি কবির মনে আনন্দ-লহরী তুলেছে। কবি নিখিল বিশ্বের বার্তা পেয়েছেন এই চিঠির মধ্য দিয়ে।

৩. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন: (১৫০শব্দ)

৩.১ "আকাশ জুড়ে মেঘের কাঁদন গুরু গুরু দেয়ার ডাকে"-- কোন ঋতুর উল্লেখ পাওয়া যায়? এই ঋতুর বার্তা কবির কাছে কীভাবে পৌঁছয়?

উ: বিশিষ্ট পল্লীকবি জসীমউদ্দিন রচিত 'চিঠি' (মূলগ্রন্থ: রাখালী) কবিতায় বর্ষা ঋতুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে বর্ষার রূপসম্ভারের বার্তা বিভিন্ন পাখির কাছ থেকে পাওয়া চিঠির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ভোরবেলা লাল মোরগের ভোর-জাগানো সুর ভরা চিঠি যার গায়ে ঊষার রঙিন হাসির আলপনা আঁকা, নদীর তীরে বালুচরের বাসিন্দা চখাচখির উজ্জ্বল চিঠির মধ্যে নদীর দুকূল ভাসিয়ে বয়ে চলা, গাঙ শালিককে গাঙের পাড়ের মোড়ল হিসেবে নির্বাচন করার কথা জানা যায়। বর্ষার অপরূপ বর্ণনা তার চিঠিতে প্রকাশিত।

শিল্পী পাখি বাবুইয়ের ধানের পাতা, তালের পাতায় বুনোট করা চিঠি থেকে বর্ষা ঋতুর বর্ণনা জানা যায়। বর্ষার বৃষ্টিপাতে ঝকঝকে সবুজ পাতার আনন্দ-নৃত্যের সংবাদ পান কবি। সবুজ ফসলে ক্ষেত পরিপূর্ণ। ঘন বর্ষায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মেঘ গর্জনে যেন কার কান্নার ধ্বনি শোনা যায়। উদাস জলীয় বাতাসে যেন কার আহ্বান শুনতে পান কবি।

।।নিজে করো।।

১. অতিসংক্ষিপ্তধর্মী প্রশ্ন: (কমবেশি ২০শব্দ)

১.১ বাবুই পাখির পাঠানো চিঠিটি কেমন?

১.২ কোড়াকুড়ির চিঠিতে বর্ষার ফসল ক্ষেতের কেমন বর্ণনা পাওয়া যায়?

১.৩ খোকা ভাই-এর চিঠি কেমন পরশ আনে?

১.৪ কবি জসীমউদ্দিনের লেখা কয়েকটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: (কমবেশি ৬০শব্দ)

২.১ কার চিঠি পাওয়ায় কবির মনে হয়েছে নিখিল বিশ্ব তাঁকে চিঠি পাঠিয়েছে?

২.১ চখাচখির পাঠানো চিঠির বর্ণনা দাও।

৩. রচনাধর্মী প্রশ্ন: (কমবেশি ১৫০শব্দ)

৩.১ প্রকৃতিতে বর্ষার অপরূপ শোভা কীভাবে কবির কাছে বার্তা হিসেবে এসে পৌঁছেছে? কার চিঠি কীভাবে কবির মনে 'খুশির নূপুর' বাজিয়েছে?

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- ছাত্রছাত্রীদের পাঠ বুঝতে যদি সমস্যা হয় তবে নিজেদের মন্তব্য মন্তব্যকোশে (comment box)-এ পাঠাও।
- নিজের নাম, শ্রেণি, বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা ও যোগাযোগ নম্বর উল্লেখ করবে।
- আমরা সরাসরি তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবো।